দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নেত্রকোনায় শিক্ষার আলোবঞ্চিত ৬০ হাজার শিশু

মিজানুর রহমান মাসুম, *নেত্রকোনা থেকে*

নেত্রকোনা জেলার ১০টি থানার প্রায় ৬০ হাজার শিশু সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসারও তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলার ১০টি থানায় স্কুলে যাবার উপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৩ হাজার ১শ' ৫৩। স্কুলে যাচ্ছে এমন শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৪ হাজার ২শ' ৬৪। বাকি ৫৮ হাজার ৮শ' ৮৯ শিশু-কিশোর শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আরও জানা যায়, নেত্রকোনা সদর থানায় স্কুলে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৫৩ হাজার ৫শ' ৬৮। এর মধ্যে স্কুলে যাচ্ছে ৪৮ হাজার ২শ' শিশু। কেন্দুয়া থানায় ৪৬ হাজার ২শ' ৭৩ শিশুর মধ্যে ৩৮ হাজার ৩১, পূর্বধলা থানায় ৫৩ হাজার ৩শ' ৬১ শিশুর মধ্যে ৪৮ হাজার ৬শ' ৫১, দুর্গাপুর থানায় ৩৩ হাজার ২০ শিশুর মধ্যে ২৯ হাজার ৬শ' ২, কলমাকান্দা থানায় ৫৩ হাজার ১শ' ১৮ শিশুর মধ্যে ৪২ হাজার ৭শ' ৩১, বারহাট্টা থানায় ২৯ হাজার ৫শ' ৫ শিশুর মধ্যে ২৫ হাজার ১শ' ৯৯, মোহনগঞ্জ থানায় ২৪ হাজার ৫শ' ১১ শিশুর মধ্যে ১৯ হাজার ৭শ' ৩৭, আটপাড়া থানায় ২৯ হাজার ২শ' ৫৯ শিশুর মধ্যে ২৩ হাজার ৩শ' ২৬, মদন থানায় ২৭ হাজার ৭৮ শিশুর মধ্যে ২০ হাজার ৮শ' ৪৬, খালিয়াজুরী থানায় ১৩ হাজার ৪শ' ৬০ শিশুর মধ্যে ৭ হাজার ৯শ' ৪১ শিশু স্কুলে যায়। জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ভাটি এলাকার ৩টি থানা। থানাগুলো হচ্ছে—খালিয়াজুরী, মোহনগঞ্জ ও মদন। এর মধ্যে করুণ অবস্থা হচ্ছে খালিয়াজুরী থানার। ভাটি এলাকা ৭ মাসই থাকে পানির নিচে। এ অবস্থায় হাওর অঞ্চল হিসাবে পরিচিত এ থানাগুলোর প্রায় সব ক'টি স্কুল বন্ধ থাকে। সড়ক পথে যাতায়াতের সুযোগ না থাকায় হাওরে নৌকা দিয়ে কোন মা-বাবা সন্তানকে স্কুলে পাঠান না। খালিয়াজুরী থানায় স্কুলে যাবার উপযোগী শিশুর সংখ্যা ১৩ হাজার ৪শ' ৬০। এর মধ্যে স্কুলে যাচ্ছে ৭ হাজার ৯শ' ৪১। এ হচ্ছে ভাটি এলাকার চিত্র।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত শিশু জরিপ রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৬৩৪টি সরকারী, ৪৪৪টি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত, ১৪৮টি রেজিস্ট্রেশনবিহীন, ২০৫টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা (স্বতন্ত্র), ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন বিদ্যালয়, ৪৬টি উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন বিদ্যালয়, ৫২টি কমিউনিটি স্কুল, ৮টি স্যাটেলাইট স্কুল ও ৬টি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এসব স্কুলে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কোন কোন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা, আর্থিক সমস্যা, জরাজীর্ণ ভবন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রয়েছে।

জেলায় ৩টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১৩টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২টি প্রধান শিক্ষক এবং ৩৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে, শহরের স্কুলগুলোতে ছাত্র-শিক্ষক উপস্থিতি সন্তোষজনক থাকলেও গ্রামের বেশিরভাগ স্কুলের অবস্থা তার উল্টো। ছাত্র-শিক্ষক উপস্থিতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। প্রধান শিক্ষক স্কুলে না থাকলে সহকারী শিক্ষকরা ইচ্ছামতো স্কুলে আসেন। যেসব ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসছে না তাদেরকে আনার ব্যাপারে শিক্ষক-অভিভাবকরা তৎপর নয় অনেক ক্ষেত্রে। সেই সাথে বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটি কার্যকর নয়। কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষক মাসে গড়ে ৫ দিনও উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই সঙ্গে সহকারী শিক্ষকরাও। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দিয়েও কোন সাড়া পাওয়া যায় না বলে জানা যায়।